কানসাটের কৃষক বিদ্রোহ - এমনটি আগে আর কখনো হয়নি!

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্

কানসাট রাজশাহীর চাঁপাই নবাবগঞ্জের কাছে অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রাম। গ্রামটি ঢাকা থেকে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরে উত্তর পশ্চিমে কোনে অবস্থিত। গত জানুয়ারী থেকে এ'গ্রামের কৃষকরা এই দাবী করছে যে তারা সারাদিনে দু'এক ঘন্টার বেশী বিদ্যুৎ পায় না অথচ মাসের পর মাস তারা ফ্ল্যাট রেটে বিদ্যুৎ বিল দিয়েই যাচ্ছে। আবার এদিকে মরার ওপর খাড়ার ঘাঁ - এদের কাছ থেকে ঘাড় দরে আদায় কর হচ্ছে মাসে মাসে ১০ টাকা করে মিটার ব্যবহার করার বাবদ ফী যেটি উদরস্ত করছে এলাকার দুর্নীতি পরায়ণ বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। এ'সবের প্রতিকারেরে জন্য গ্রামবাসীরা ''পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটি'' ঘটন করে সরকারের বিদ্যুৎ পরিবহন সংস্থার বিরুদ্ধে থেকে থেকে বিক্ষোভ প্রকাশ করছিল ডিসেম্বর ২০০৫ থেকে এপ্রিলের ১৩ তারিখ পর্যন্ত। পুলিশ এদেরকে ঠেকাতে গিয়ে জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ২ জন তারপর আরো ৪ জন আর এপ্রিল মাসে ৮ জনকে গুলি করে মেরেছে। শুধু তাই নয়, মধ্য রাত্তিরে গ্রামে পুলিশ ও সরকারী দলের পান্ডারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে মহিলা ও শিশুদের ওপর শারিরীক অত্যাচার চালিয়েছে। অবস্থা এখন এতই নিম্নে নেমেছে যে ঢাকার সব পত্র-পত্রিকা গুলোর সম্পাদকীয় কলাম এসব পুলিশী হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে ।

গ্রামবাসীকে তাদের ২০ জনকে বলি দিতে হয়েছে এই কৃষক বিদ্রোহ করতে গিয়ে। তাদের অপরাধ এতটুকুই যে তারা তাদের পাওনা বা ন্যায্য বিদ্যুৎ পাবার জন্য শান্তিপূর্ণ ভাবে রাস্তায় নেমেছিল যখন কাকুতি মিনতিইতে কোন কাজই হচ্ছিল না।

সরকার এই আমজনতাকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করেছে আর এদের পেছনে পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে। আর পুলিশের সাথে যোগদিয়েছে স্থানীয় সরকারী দলের পান্ডারা (ঢাকার অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার মতে)।

দেশের আগামী পার্লামেন্টারী বা গণভোট হতে আর বেশী দিন বাকী নেই এ'জন্য প্রধাণ মন্ত্রী মিসেস জিয়া নিজের দলকে দেশবাসীদের কাছে আরো গ্রহনযোগ্য করার নিমিত্তে বৈদেশিক পত্রিকা টাইমস্ এশিয়াতে কভার-স্টোরী করার ব্যাপারে নাকি বেশ কিছু ডলার খরচ করেছেন বলে দেশের পত্রিকায় এই নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। ইদানিং মিসেস জিয়া নানান দেশে সফর করে বেড়াচ্ছেন নিজেকে আন্তর্জাতিক মানের নেত্রী বলে স্তপিত করতে। এ'সব কারণে তিনি কানসাটের এই কৃষক বিপ্লবকে আর তেমন পাত্তা দেন নি। বরং পুলিশকে এদের সায়েস্তা করার নির্দেশ দিয়ে তুরস্কের অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছিলেন। পুলিশী অত্যাচারের চাপে কানসাতের আশপাশের আনেক ক'টি গ্রামের বাসিন্দারা তাদের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। কানসাটের অবস্থার নিদারুন অবনতি হবার কারণে বিরোধী দলের বেশ কিছু নেতারা সেখানে গিয়ে সভা করে গ্রামবাসীদের এই বলে স্বান্তনা দেন যে তাদের দাবী দাওয়াগুলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য তারাও লড়ে যাবেন।

সামান্য ক'টি দাবী-দাওয়ার জন্য সরকার কেন পুলিশ দিয়ে কানসাটবাসীদের ওপর এত জুলুম করলেন ? আসন্ন নির্বাচনে জয়ী হবার জন্য মিসেস জিয়া ও দলের বড় বড় নেতারা এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন? ভাবতে অবাক লাগে যে, যে কানসাট এলাকার কৃষকরা বেশ ক'টি নির্বাচনে মিসেস জিয়ার দলের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছে সেই এলাকার আমজনতাকে ''সন্ত্রাসী'' বলে আখ্যায়িত করে এদের ওপর অমানুষিক কি অত্যাচারই না করলেন মিসেস জিয়া। গ্রামবাসীরা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে এ'টি বলেছে যে তারা নাকি বি এন পিকে আর ভোট দেবেনা পরবর্তী নির্বাচনে।

বাংলার গ্রামের কৃষকরা অনেক বছর আগে হতে অত্যাচারী রাজা, জমিনদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এসেছে। আমাদের ইতিহাস আর সাহিত্যে এ'সবের উল্লেখ আছে সপ্রচুর। আজ থেকে প্রায় চার'শ বছর আগে ১৬১০-১৬১২ সনে যশোহের রাজা প্রতাপাদিত্ব গ্রামবাসীদের নিয়ে দিল্লী সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তার দেশকে স্বাধীন রাখার নিমিত্তে। ১৯৪৭ সনে দেশ ভাগ হবার আগে আগে বাংলার মাটিতে ইতিহাস খ্যাত ''তে-ভাগা'' বিপ্লব করেছে গরীব ভূমিহীন চাষীরা জোতদারদের বিরুদ্ধে তাদের ভাগের অংশ বাড়াতে। এর পরপরই চাঁপাই নবাব গঞ্জের সাওতালরা ''নিচোল বিদ্রোহ'' করেছে তে-ভাগা আন্দোলনের মত ফসলের ভাগ-বাট্‌রা নিয়ে। গত ৫০ বছর ধরে তেমন আর কৃষক বিদ্রোহ গ্রাম বাংলায় দেখা দেয়নি কেবল মাত্র পশ্চিম বঙ্গের নক্সাল বাড়ী বিদ্রোহ ছাড়া তবে সেটিতে ইন্ধন জোুগিয়েছিল মাও-বাদী কমিউনিস্টরা। তবে হঠাৎ করে সেই চাঁপাই নবাবগঞ্জের কাছের কানসাট এর সন্নিকটবর্তী গ্রামের লোকরা তাদের ন্যায্য পাওনা বিদ্যুৎ নিয়ে যে সংগ্রাম চালু করেছে সেটাও ইতিহাসের খাতায় স্বর্নাক্ষরে লিখা থাকবে।

সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে দেশবাসীর ওপর এমন অত্যাচারই চালান। সেই বৃটিশরা চালিয়েছিল ১৯২০-৪০ সনে, আইয়ুব খাঁ - ইয়াহিয়া খাঁ চালিয়েছিল ১৯৬০ দশকে আর ১৯৭১ সনে, আর এখন চালাচ্ছে মিসেস জিয়া সরকার। গত পাঁচ বছরে আম-জনতার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করার নিমিত্তে ''ওপারেশন ক্লিন-হার্ট'' আর সন্ত্রাসী দমন কল্পে 'র‍্যাব' নামে এক নির্দয় বাহিনী মাঠে নামানোর কি দরকার ছিল যখন তারই দল ইসলামী সন্ত্রাসীদের দুধ কলা দিয়ে পরিপুষ্ট করছিল বেশ বছর কয়েক ধরে। এই সন্ত্রাসী দলের কর্মীরাই নাকি পহেলা বৈশাখে বটমূলে বোমা নিক্ষেপ করেছিল ২০০১ সনে আর ২০০৪ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে বইমেলা থেকে বের করে এনে অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদের গলা কাটতে উদ্বত হয়েছিল বাঙ্গলা একাডেমীর গেটের বাইরে ।

এখন কথা হচ্ছে যে দেশ বাসীদের চোখে ধূলো দিয়ে আর কতদিন দেশ চালাবেন এই নির্দয় মহিলা। আজকাল হচ্ছে 'আন্তর্জাল' বা ইন্টারনেটের যুগ যখন বাতাসের চেয়ে আগে নিমিষের মধ্যে খবর ও তথ্য পৃথিবীর এ'প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে চলে যায়। তাই কানসাট ও তার সাথে পুরো দেশটাকে পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত করার খবরটাও ভিনদেশের সভ্য লোকরা জেনে গেছে। আরো জেনেছে 'এমনেষ্টি

ইন্টারন্যাশানাল’এর মত সংস্থা যারা পৃথিবীর চারিদিকে বিশ্ব মানবিক অধিকার অটুট রাখার জন্যে জনমত তৈরী করতে সিদা ব্যস্ত।

সব পাঠকদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এই যে আপনারা কানসাটে গ্রামবাসীরা যে সরকারের রোষানলে পড়ে দগ্ধ হচ্ছে তার আশু প্রতিকারের জন্য একট জনমত তৈরী করার কল্পে হয় লিখুন নয়তো সভা করে সোচ্চার কন্ঠে এই অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন। ১৯৭১ সনে লাখ লাখ মানুষের রক্ত বহিয়ে এই দেশটা তৈরী করা হয়নি এক অতি অত্যাচারী শাসকবর্গকে দেশ চালানোর ক্ষমতা হাতে তুলে দিয়ে দেশবাসীরা নির্যাতিত হবার জন্য। এখন আর মুখ বন্ধ করে থাকার সময় নয়। ১৯৭১ সনে মার্চে যেমন বাঙালীরা সরব হয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিল এক অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীকে গদিচ্যূত করার কল্পে তেমনি এখন আবার সময় এসেছে আরেক শ্বৈরাচারী সরকারকে ঘাড় ধরে গদি থেকে নামানো। এই মর্মে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল বঙ্গসন্তান ও সন্ততিকে খানেকটা এগিয়ে আসতে হবে বলে আমি মনে করি।

—————————

ডঃ জাফর উল্লাহ্ নিউ ইয়র্কের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস টাউন ইথাকা থেকে এই লিখাটি পাঠিয়েছেন ।